এ পার্থিব জীবন মূলত মৃত্যু পরবর্তী যে অনন্ত জীবনের সূচনা হবে তারই প্রস্তুতি পর্ব। কিন্ত যারা তাদের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দাস হয়ে পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করে এবং ধার্মিক ও ইশ্বর-ভীরু লোকেদের উপহাস করে তারা তাদের মূর্খতার ব্যাপারে সজাগ হয় মৃত্যুর সময়, আর তখন তারা এ পৃথিবীতে জীবন-যাপনের আর একবার সুযোগ প্রার্থনা করে বারংবার। কিন্ত তখন সে আবেদন একটি নিস্ফল বিলাপ মাত্র। কুরআনের নিম্নলিখিত বাণী সমূহে মৃত্যুর সময় ও শেষ বিচারের দিনে তাদের ভয়াবহ অবস্থান এবং প্রকৃত বিশ্বাসীদের পরম সুখের চিত্র অত্যন্ত মনোরম ব্যঞ্জনায় উল্লিখিত হয়েছেঃ

"(এই লোকেরা নিজেদের করণীয় হতে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে তখন বলতে শুরু করবেঃ 'হে আমার রব! আমাকে সেই দুনিয়াতেই ফিরিয়ে দিন যা আমি পেছনে ফেলে এসেছি। আমার আশা আছে আমি এখন সৎ কাজ করবো।' কখনো নয়, এতো একটি বিলাপ মাত্র যা সে বলেছে। তাদের সামনে রয়েছে একটি অন্তরায় সেইদিন পর্যন্ত যখন তাদের পুনরায় তোলা হবে। পরে যখন শীংগা ফুঁকা হবে তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না, আর না তারা পরস্পরকে জীজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারা হবে সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহা ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, জাহান্নামই হবে তাদের চিরদিনের আবাস। আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের চোয়াল বাইরে বের হয়ে আসবে।" (কুরান ২৩:৯৯-১০৪)

"মৃত্যুপরবর্তী জীবন"- এ বিশ্বাসের গুরুত্বঃ

মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস শুধু পার্থিব ক্রিয়াকর্মের পরকালীন শাস্তি কিংবা পুরস্কার লাভের নিশ্চয়তায় প্রদান করে না। বরং এ বিশ্বাসটি প্রতিটি মানুষকে নিজ কর্মে দায়িত্বশীল ও কর্তব্য পরায়ণ করে তোলে। ফলে পার্থিব জীবন ভরে ওঠে পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তিতে। যেমন আরববাসীদের চৈতন্যে যখন আখিরারে বিশ্বাস অনুপস্থিত ছিল তখন মদ, জুয়া, জাতিগত দ্বন্দ্ব, লুণ্ঠন ও হত্যাই ছিল তাদের নিত্যকর্ম। কিন্তু যখনই তারা এক আল্লাহ ও পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করলো তখন তারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতিতে পরিণত হলো। অন্যায় অপকর্ম পরিত্যাগ করে তারা প্রয়োজনীয় মূহূর্তে পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে এলো। আর ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে সকল বিসংবাদের অবসান ঘটালো। একই ভাবে আখিরাতে অবিশ্বাসের পরিণাম শুধু পরকালেই ভোগ করতে হয় না বরং পার্থিব জীবনেও এর বিষময় ফল প্রাপ্ত হয়। সামগ্রিকভাবে কোনো জাতি পরকাল অস্বীকার করলে ঐ সমাজে সর্বপ্রকার অন্যায় অপরাধ বাড়তে থাকে। ক্রমাগত নৈতিক অবনতি সমাজকে ধ্বংস করে দেয়।

পরকালীন জীবনে বিশ্বাসের প্রধান কারণসমূহঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ প্রেরিত সমস্ত দূত-ই পরকালীন জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ পরকালীন বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে কোনো মানবসমাজ গঠিত হলে তা সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে সর্বাপেক্ষা আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ মানুষের নৈতিক, সৌন্দয্য বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধী-শক্তিসমূহ পরকালীন জীবনের সম্ভাব্যতাকে সমর্থন করে।

চতুর্থতঃ মৃত্যুর পর জীবন যদি নাই থাকে তবে স্রষ্টার দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার গুণাবলী অর্থহীন।

উপসংহারঃ

অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত। এই আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়েই প্রথম মানুষ আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে (রাঃ) আল্লাহর অবাধ্যতা করতে প্ররোচিত করেছিল ইবলীস শয়তান।

সে বললো: "হে আদম, আমি কি তোমাকে এমন গাছের কথা বলবো যার ফল খেলে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভ করা যায়?" (কুরআন ২০:১২০)

ধোঁকায় পড়ে আদম (আঃ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। আল্লাহ তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি লজ্জিত হন অনুতপ্ত হন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আল্লাহ তার ক্ষমাপ্রার্থনা স্বীকার করেন। অতঃপর তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার জীবন অনন্ত নয়। দুনিয়ার প্রাপ্তি ও অক্ষয় প্রাপ্তি নয়। অতএব দুনিয়াতে অনন্ত জীবন এবং অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভের আশায় বিভোর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দুনিয়ার জীবনে জীবন ধারণের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ হলেই সন্তুষ্ট থাকা এবং একনিষ্ট ভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করাই আখেরাতে বা পরকালের অনন্ত ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভ করার একমাত্র উপায়।

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us
98 3631 5658 ExploreIslam101@gmail.com www.ExploreIslam.in

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ ?

Is Death End of Life?

where did I come from?

where am I going?

explore Islam
Peace . Mercy . Eternal Bliss

মৃত্যু এক চরম সত্য

মৃত্যু এমন এক বিষয় যার সত্যতা নিয়ে মানব সমাজে কোন বিতর্ক নেই। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলঃ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের গিয়ে ধরবেই। এমনকি তোমার সুদৃঢ় দূর্গের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করলেও।" (কুরান ৪:৭৮)

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী" (কুরান ২৯:৫৭)

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না বা তার অস্তিত্ব একেবারেই শেষ হয়ে যায় না, বরং' মৃত ব্যক্তি আমাদের চর্মচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং তার একটি নব জীবন আরম্ভ হয়। এই জীবনই তার আসল এবং চিরস্থায়ী জীবন। আর এই চিরস্থায়ী জীবনকেই আখিরাত বা পরকাল বলে। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের বর্তমান অধ্যায়ের নাম দুনিয়া এবং জগতের পরবর্তী অধ্যায়ের নাম আখিরাত।

পরকাল বিশ্বাস বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং ঐতিহাসিক সত্যঃ

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিষয়টি বিজ্ঞানের সীমানা বহির্ভূত। কারণ প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণের মধ্যেই বিজ্ঞানের সীমা নির্ধারিত। মাত্র কয়েক শতাব্দী যাবৎ আধুনিক ধারণায় মানুষ অধিকতর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছে। কিন্তু যুগে যুগে সকল ইশ্বর প্ররেতি দূত মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত ও পরপারের জীবনে বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। 'মৃত্যু পরবর্তী জীবন' বা আখিরাতে অবিশ্বাস অন্যান্য সকল প্রকার বিশ্বাসকে অর্থহীন করে দেয়। এতে সামান্যতম সন্দেহ করার অর্থই হলো স্রষ্টাকে অস্বীকার করা। এজন্য ইশ্বর প্ররেতি দূত আখিরাতে বিশ্বাসের উপর এত জোর দিয়েছিলেন। হাজার বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সকল নবী রসূলদের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের শাশ্বত বর্ণনায় অভিন্নতা বিস্ময়কর, আর এতে এটাই প্রমান হয় যে, এ সম্পর্কিত তাদের জ্ঞানের উৎস একই এবং তা

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিষয়টি নিয়েই বিভিন্ন যুগের ইশ্বর প্ররেতি দূত সর্বাধিক বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু প্রবল বাধা বিপত্তির পরও তাঁরা অগণীত আন্তরিক ও নিখাদ অনুসারী পেয়েছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে তারা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঝুঁকি সত্ত্বেও কেন পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও প্রথাসমুহ পরিত্যাগ করেছিলেন?

সহজ ও সরল উত্তর হচ্ছেঃ এমনকি ভাবা যর্থাথ নয় তাঁরা তাঁদের হৃদয় ও মনের ধী-শক্তিকে উন্মোচিত করে সত্যকে লাভ করেছিলেন। কারণ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রত্যক্ষ সচেতনতা লাভ অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানুষকে বস্তগত সচেতনতা ছাড়াও বিচার বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবোধ ও নৈতিক সচেতনতা দান করেছেন। এ হচ্ছে সেই সচেতনতা যা মানুষকে সত্যের দিকে, বাস্তবতার দিকে প্রভাবিত করে অথচ যার সত্যতা ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এ খারণে ইশ্বর প্ররেতি দূত স্রষ্টা ও পরকালীন জীবনে বিশ্বাসের আহ্বানের পাশাপাশি সৌন্দর্য্যবোধ এবং নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সচেতনতার প্রতি মানুষের অনুভূতিকে উদ্বোধিত করেন। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, যখন মক্কার মূর্তি পূজকরা পরজীবনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছিল তখন পবিত্র কুরআন অসামান্য প্রজ্ঞা ও যুক্তির সাহায্যে তাদের অবস্থানের দুর্বলতাকে প্রকাশ করেছিলঃ

"এখন সে আমাদের ওপর উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলেঃ 'কে এই অস্থিগুলোকে জীবন্ত করবে, যখন তা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে?' তাকে বলঃ এগুলি তিনিই জীবিত করবেন-যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত । তিনি , যিনি তোমাদের জন্য শ্যামল-সবুজ গাছ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তার দ্বারাই উনুন প্রজ্জ্বলিত করো। যিনি আকাশসমূহ ও ভূমি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মত আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা।" (কুরান ৩৬: ৭৮-৮১)

পরকাল অবিশ্বাসীদের অযৌক্তিকতার জবাব

এ প্রসঙ্গে কুরআন পরকালে অবিশ্বাসীদের অযৌক্তিক ভিত্তির অসারতা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের এ অবিশ্বাস যে নিতান্তই আন্দাজ ও অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত কুরআন তা সুস্পষ্ট করেছেঃ

"এই লোকেরা বলেঃ জীবন তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ারই জীবন। জীবন ও মৃত্যু সব তো এখানেই। আর কালের আবর্তন ছাড়া আমাদের আর কেউ ধ্বংস করতে পারে না। প্রকৃত অর্থে, এ বিষয়ে তাদের কোন-ই জ্ঞান নেই। নিছক ধারণা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তারা এসব কথা বলছে। আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যখন তাদেরকে শোনানো হয়, তখন তাদের নিকট একথা ছাড়া পাল্টা জবাব দেবার কিছুই থাকেনা যে, উঠিয়ে আনো আমাদের পিতা-পিতামহকে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করবেন। তবে এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা বিদ্যমান। এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত সৃষ্টি জগৎ ধ্বংস করে দেয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ সকল মৃত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করে তাঁর সম্মুখে হাজির করবেন। সেদিন থেকে যে নব জীবনের সূচনা হবে তা অনন্তকাল প্রবাহিত হতে থাকবে। এই অনন্ত কালের শুরুতেই আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর ভাল কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের শাস্তি দেবেন। পরকালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআন যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তা মানুষের নৈতিক সচেতনতার জন্য অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে মরণের পর জীবন না থাকলে স্রষ্টার বিশ্বাস অবাস্তব এক বিষয়ে পরিণত হয়।

"অবিশ্বাসীরা বলেঃ ব্যাপার কি, আমাদের ওপর কেয়ামত আসছে না কেন? বলঃ আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদিগারের শপথ, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে। এক অনু পরিমাণ জিনিস তাঁর নিকট হতে না আকাশ মণ্ডলে না জমিনে লুক্কায়িত আছে, না তা হতে বড় কোনো জিনিস, না তা হতে ক্ষুদ্র। সব কিছুই এক স্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। আর কেয়ামত এজন্য আসবে যে, আল্লাহতায়ালা পুরস্কার দান করবেন সেইসব লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক রয়েছে। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ হীন প্রমাণের চেষ্টা করেছে তাদের জন্য জঘন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।" (কুরান ৩৪:৩-৫)

পুনরুত্থান, কেয়ামত ও মৃত্যুদিবসঃ

পুনরুত্থানের দিনটি হবে সেইদিন, যেদিন আল্লাহ, যিনি সমস্ত সৃষ্টির অধিকারী, তার মহান গুণ, ন্যায়পরায়ণত ও দয়ার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহ তাদের জন্য রহমতের বারি বর্ষণ করবেন যারা এক অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় পার্থিক জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছে হাসিমুখে। কিন্তু যারা পরকালীন সম্পদ সঞ্চয়ের পরিবর্তে তাঁর অনুগ্রহের অপব্যবহার করেছিল তাদের অবস্থা হবে ভয়াবহ। এই দুই শ্রেনীর মানুষ তুলনা করে কুরআন বলেঃ

"যে ব্যক্তির সঙ্গে আমরা কোন ভালো ওয়াদা করেছি এবং সে তা লাভ করবে, সে কি কখনো সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যাকে আমরা শুধু বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী দিয়েছি এবং পরে কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি ভোগের জন্য হাজির করা হবে?" (কুরান ২৮:৬১)